পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আল- কায়েদার নেতৃত্বের বিষয়ে শাইখ উসামা বিন লাদিনের ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

﴿হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার﴾

রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম বলেনঃ

‹لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة›

‹আমার উম্মতের মধ্যে থেকে একটি দল সবসময় থাকবে যারা বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত সত্যের উপর যুদ্ধ করতে থাকবে এবং বিজয়ী হতে থাকবে ›

মুসলিম উম্মাহ এবং আল কায়েদার মুজাহিদরা আল্লাহ্‌র বিধান এবং ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট, তাঁরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও পুরষ্কারের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরা দূর্গরক্ষাকারী মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদিনের শাহাদাতের সংবাদকে বরন করে নিয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে এবং উম্মাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে উত্তম পুরষ্কারের সহিত তাঁকে উচ্চ মর্যাদা এবং পুরষ্কার দান করুন।

বিভিন্ন হাদীসে এইটি উল্লেখ আছে যে বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকতে হবে এবং এইভাবে জিহাদ ব্যাক্তিগতভাবে ফরজ হয়ে পড়ে সেই কুফফারদের বিরুদ্ধে যেই কুফফাররা মুসলিম ভূমিগুলোকে আক্রমণ করেছে এবং দখল করেছে, মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র শরীআহকে পরিবর্তন করেছে (আলেমদের ইজমা অনুযায়ী) । মুজাহিদ উসামা বিন লাদিনের জীবন এবং শাহাদাত লাভ সবচেয়ে উত্তম আনুগত্যশীলতার প্রমাণ বহন করে। মুজাহিদ উসামা বিন লাদিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অবিচল ছিলেন এবং দূর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন। এইভাবে আল কায়েদার শুরা কমিটির পরামর্শ শেষে শাইখ আবু মুহাম্মদ আইমান আল জাওয়াহিরিকে (আল্লাহ্‌ তাঁকে সফলতা দান করুন) আল- কায়েদাকে পরিচালনা করার জন্য আমির হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেন কোনরকম পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন ছাড়া আল্লাহতাআলা তাঁকে ,আমাদেরকে এবং সকল মুসলিমকে শরীআহর পথে পরিচালনা করেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সহকারে সত্যের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন।

এই অবস্থায় আল কায়েদার শুরা কমিটি নিচের নিয়মনীতিগুলোর উপর জোর দিবেঃ

১) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মাধ্যমে আল- কায়েদা কোরআন এবং সুন্নাহর সাথে ঐকমত্য পোষন করতেছে এবং এইটি সেটি যেই দিকে তাঁরা আহবান করতেছে। আমরা ঐকমত্য পোষন করি রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মধ্যে, তাঁর যোগ্য সাহাবীদের এবং হকপন্থী সঠিক পরিবারের (আল্লাহ্‌তালা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন) মধ্যে।

আমারা ঐকমত্য পোষন করি সালাফদের ইজমার উপর, তাবিঈন এবং তাদের ছাত্রদের (আতবা- উত- তাবিঈন) উপর এবং জ্ঞান ও কাজের মাধ্যমে যারা তাদের পথ অনুসরণ করেছে তাদের উপর, এইভাবে চার ইমাম এবং ফিকহ ও হাদীসের অন্যান্য আলেমদের উপর যাদেরকে উম্মাহ সত্যপন্থী হিসেবে গ্রহন করেছে এবং সাক্ষী দিয়েছে এবং যাদের জন্য বংশের পর বংশ প্রশংসা ও দোয়া করেছিল। আমরা ঐকমত্য পোষন করি সেইটির উপর যেটির উপর উনারা একমত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য ইস্যুগুলোতে আমরা তাদের ধারনার বাইরে অন্য কোনও মতকে পছন্দ করবো না। আমরা চেষ্টা করছি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়গুলোকে অনুসরন করার জন্য, *বিদআতী* (নতুন কোন প্রবর্তক) নয়।

২) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং সাহায্যের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি সত্য ধর্মের দিকে আহবান করার জন্য, উম্মাহকে উদ্দীপ্ত করছি প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ও যুদ্ধের জন্য এবং বাস্তবিকভাবে এই চিন্তা তখনই প্রতিফলিত হবে যখন কুফফার দখলদারদের বিরুদ্ধে যারা মুসলিম ভূমিগুলোকে দখল করে নিয়েছে বিশেষভাবে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাঁর এতিম সন্তান ইসরাঈল এবং যেই সমস্ত শাসকগোষ্ঠী তাঁদেরকে সাহায্য করেছিল ও যারা আল্লাহ্‌র আইনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়ে ব্যক্তিগত ফরজ পরিপূর্ন করার মাধ্যমে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হই আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং আমরা উম্মাহকে উৎসাহ দিই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য তাদের হাতের মাধ্যমে, তাদের জবানের মাধ্যমে , তাদের সম্পদের মাধ্যমে এবং যত বেশি সম্ভব তাঁরা করতে পারে তাদের কাজের মাধ্যমে যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত দখলদার বাহিনীগুলো মুসলিম ভূমিগুলো থেকে অপসারন না হয় এবং আল্লাহ্‌র আইনকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

﴾হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন﴿

৩) আল- কায়েদা কোন একটি ভূমির বিশেষ একটি অংশের অথবা কোনও জাতীয়তাবাদের জন্য পীড়িত নয়। বিশুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যেখানেই যারা ইসলামকে রক্ষা করবে, মুসলিমদের অধিকারগুলোকে রক্ষা করবে এবং ইসলামকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যেই সকল লোক যুদ্ধ করছে তাদের সকলের প্রতি আমাদের সমর্থনের ব্যাপারে আমরা পুনরায় জোর দিচ্ছি । প্রত্যেক মুসলিমদের ভূমিগুলো আমাদের ভূমি এবং প্রত্যেক মুসলিম আমাদের অংশ। ঈমান সেইটি যা আমাদেরকে একসাথে আবদ্ধ করে এবং আনুগত্যের মধ্যে আবদ্ধ করে। ধার্মিকতা এবং ভালো কাজ ব্যতীত আমরা অনারবদের উপর আরবদেরকে প্রাধান্য দিই না। আমরা আমাদের প্রিয় ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ব্যাপারে যেই চিন্তা শাইখ উসামা (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহম করুন) ধারন করতেন সেইটির উপর পুনরায় জোর দিচ্ছি। কষ্টকর পরিস্থিতিতে যখন তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা আমদের ফিলিস্তিনের ভাইদেরকে বলতে চাই, আপনাদের সন্তানদের রক্ত মানে আমাদের সন্তানদের রক্ত এবং আপনাদের রক্ত মানে আমাদের রক্ত। রক্তের বদলা রক্ত এবং ধ্বংসের বদলা ধ্বংস। আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমরা কখনও ব্যর্থ হবো না এবং আপনাদেরকে পরিত্যাগ করবো না, আমারা বিজয় অর্জন করবো অথবা আমরা হামযা বিন আবু মুত্তালিবের (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহম করুন) স্বাদ গ্রহন করবো" । আমরা তাদেরকে এই বিষয়ে জোর দিচ্ছি যে আমরা কোনো ধরনের আপোস গ্রহন করবো না, এমনকি মুজাহিদদের দূর্গের ভূমির এক ইঞ্চি পরিমাণও না, কোন বিষয়ই না কে আমাদেরকে এই দিকে নিবেদন করবে।

আমরা ইসরাঈলের ধারন করা রাষ্ট্রকে কোনওরকম বৈধতা দিবো না, এমনকি যদিও পুরো বিশ্ব এতে একমত হয়। আমরা না কোনও ধরনের ঐকমত্য পোষন করবো অথবা না কোনও ধরনের চুক্তি, সিদ্ধান্ত অথবা আনুষ্ঠানিক চুক্তিকে মেনে নিবো যেটি ইহাকে (ইসরাঈলকে) স্বীকার করবে, অথবা না ফিলিস্তিনি মুসলমানদের থেকে অন্যায়ভাবে দখল করা এক ইঞ্চি পরিমাণও মেনে নেওয়া হবে , যা জাতিসংঘ হতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল অথবা অন্য যেকোনও ধরনের আনুষ্ঠানিক চুক্তি অথবা সংগঠন হতে। আল্লাহ্‌তালার

সাহায্য এবং শক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের জিহাদ এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাব আমাদের হাত ও জবানের মাধ্যমে।

আমরা সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশকে উন্মোচন করা অব্যাহত রাখব যারা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের সাথে আপোস করছে, যারা মোসাদ ও সিআআইএ এর সাথে কাজ করছে। আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখব যতক্ষন পর্যন্ত না সমস্ত ফিলিস্তিন মুক্ত না হয় এবং ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়বে ইহার উপর এবং সার্বভৌম ক্ষমতা হবে আল্লাহ্‌র আইনের, যেভাবে অতীতে ইসলামের বীর সালহউদ্দীন ইহাকে মুক্ত করেছিল।

আমরা আফগানিস্তানে আমাদের ভাইদের প্রতি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষনা করছি যে আমরা তাদের সাথে আছি, এই বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণু ভূমি থেকে ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনীকে উচ্ছেদ করতে আমাদের হৃদয়গুলো এবং আমরা সবাই ঈমানদারদের নেতা মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমর (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন) এর নেতৃত্বে আছি।

আমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের প্রতি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষনা করছি যে ধৈর্য্য, যুদ্ধের আহবানকারী এবং সম্মুখ যুদ্ধের পথে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে খিলাফত ও জ্ঞানের ভূমি ইরাকে; হিজরত এবং জিহাদের ভূমি সোমালিয়ায়; বিস্ময়কর প্রকাশ,ইচ্ছা এবং ঈমানের ভূমি এরাবিয়ান পেনিনসুলায়; রিবাত,প্রতিরক্ষা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার ভূমি ইসলামিক মাগরিবে; এবং সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ় সংকল্পের ভূমি চেচনিয়ায় আমরা আপনাদের সহযোগী সহযাত্রী । আমরা আমাদের শপথকে পরিপূর্ন করতে এবং আমাদের পথে অনুসরন করার পথে অবিচল থাকবো একটি নিরেট গঠন, একটি শক্ত সারি, একটি বিশুদ্ধ পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ কথা ও ঐক্যবদ্ধ হৃদয়ের মাধ্যমে। আমরা যুদ্ধ করছি একই শত্রু বাহিনীর সাথে যদিও তাঁরা ভিন্ন চেহারা ও নামের। আমরা কোনও ধরনের দূর্বলতা, সংশয় অথবা প্রত্যাহার প্রদর্শন করবো না।

আমরা ক্ষতি করেছিলাম এবং আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলাম, আমরা নিজেদেরকে বিজয়ী জাতি হিসেবে দেখিয়েছিলাম এবং পরাজিত হয়েছিলাম কিন্তু শেষ বিজয় ঈমানদারদের।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন:

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

﴿মূসা বললেন তার কওমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে﴾

৪) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

﴿আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও﴾

রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম বলেনঃ

‹فكوا العاني›

‹বন্দীদেরকে মুক্ত কর›

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ আমাদের সহযোগী শিকলে আবদ্ধ সিংহের মতো মুসলিম ভাইদের মুক্ত করতে আমাদের সাহায্য করে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য ধৈর্য্যশীলতার প্রমাণ দেখিয়েছিলেন এবং কষ্টকে সহ্য করেছিলেন ও উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা তাঁদেরকে পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষনা করছি যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা তাঁদেরকে ভুলিনি এবং কখনো ভুলবো না।

আমরা ভুলিনি মুজাহিদ আলিম উমর আব্দুর রহমানকে যে খোলাখুলিভাবে সত্য কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। আমরা গুয়ান্তানামো, বাগরাম, আবু গুরায়িব, আমেরিকার গোপন এবং প্রকাশ্য অন্যান্য বন্দীখানা, এবং মুসলিম বিশ্বের অন্য সকল জায়গায় গড়ে তোলা আমেরিকার দালালদের গুয়ান্তানামোয় বন্দী মুসলিম ভাইদেরকে ভুলিনি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন:

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

﴿তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল﴾

৫) আমরা আমাদের নিগৃহীত এবং নির্যাতিত মুসলমানদের উত্থানকে সাহায্য ও সমর্থন করি যা জুলুমবায এবং অত্যাচারী তাগূতদের বিরুদ্ধে ঘটেছে, তারা আমাদের উম্মাহকে সবচেয়ে তিক্ত সাজার স্বাদ দিয়েছে তিউনিশিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া এবং মরোক্কোতে। আমরা তাদেরকে উতসাহ দেই এবং আমরা আমাদের সকল জনগণকে জেগে উঠতে বলব ও তাদেরকে প্রচেষ্টা, শ্রম এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায় অবিচল থাকতে বলব যতক্ষন পর্যন্ত না সকল দুর্নীতিগ্রস্থ এবং অত্যাচারি শাসকগোষ্ঠীগুলো যাদেরকে পশ্চিমারা তাদের পরিকল্পনা ও ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়নের জন্য বসিয়েছে তাদের ধ্বংস না হয় , এবং যতক্ষন পর্যন্ত না সত্য এবং পরিপূর্ন পরিবর্তন না আসে। এইটি একমাত্র তখনই হতে পারে যখন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ্‌র শরীআর দিকে ফিরে আসে এবং শরীআহ যতক্ষন পর্যন্ত না পরিপূর্নভাবে এবং পরিষ্কারভাবে মুসলিম উম্মাহকে শাসন না করে এবং অন্য সকল আইনের উৎস থেকে আপত্তি না পায় এবং দ্বীন শুধু আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আর এই পরিবর্তন ততক্ষন পর্যন্ত ঘটবে না যতক্ষন পর্যন্ত না মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাদের কতৃক চাপিয়ে দেওয়া সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, আধিপত্য এবং সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মিডিয়ার কতৃত্ব থেকে মুক্ত না হবে। আর এইটা কোনদিনই অর্জন করা সম্ভব হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না উম্মাহ সকল ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবিচার থেকে নিজেকে মুক্ত না করে । এই সমস্ত কিছু সম্ভব হবে না যথাযথ ও আন্তরিক প্রস্তুতি, একটানা উদ্দীপনা, চলমান জিহাদ, ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া। দ্বীন কিতাব দ্বারা চলে আর তলোয়ার দ্বারা জয়লাভ করে এবং আল্লাহ্‌ই পথপ্রদর্শন করা ও বিজয়ী করার জন্য যথেষ্ঠ।

৬) আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং হৃদয় খুলে দিয়েছি তাদের জন্য যারা ইসলামকে সাহায্য করতে চায় বিভিন্ন ইসলামিক দল এবং সংগঠনের মাধ্যমে এবং যারা দলে নেই তাদের জন্য। চলুন আমরা একসাথে কাজ করি দখলদারদেরকে ইসলামি ভূমি থেকে বের করার জন্য এবং শরীআহকে সাহায্য করি যতক্ষন পর্যন্ত এটা ইসলামি শরীআহ অনুযায়ী শাসিত না হয় এবং ইসলামের ভূমি ইসলামি শরীআহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন বন্ধ না হয় এবং যত প্রতিষ্ঠান আছে যা শরীআহ দ্বারা চলে না তাঁর পতন না হওয়া পর্যন্ত। চলুন আমরা একসাথে কাজ করি এই

দুর্নীতিগ্রস্থ পাপী সরকারকে উৎখাতে , এবং আমাদের ভূমিকে সকল অত্যাচার,দুর্নীতি এবং মন্দ থেকে রক্ষা করতে যা এই আয়াত থেকে পাওয়া যায়ঃ

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

﴿সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর﴾

এই বিশ্বাসের জন্য আমরা আমাদের ভাইদের উপদেশ দেওয়ার অধিকার রাখি!

৭) আমাদের ন্যায় নিষ্ঠ দ্বীন সকল প্রকার অত্যাচার জুলুমকে নিষিদ্ধ করেছে মুসলিমদের প্রতি হোক অথবা বন্দী অথবা শত্রুদের প্রতি। এই জন্য আমরা এই পৃথিবীর সকল অত্যাচারিত মানুষকে বলতে চাই যাদের বেশিরভাগ পশ্চিমা ও আমেরিকান জুলুমের শিকার, আমাদের দ্বীন হচ্ছে ন্যায়বিচার ও সকলের অধিকারের দ্বীন। আমরা সকল দূর্বল ও অত্যাচারিতদের জন্য কর্নপাত করি । আমেরিকার কতৃত্বে যারা এতে বিদ্যমান তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জিহাদ সকল জুলুমের উপশম। পশ্চিমা এবং আমেরিকান দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য এইটি একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাঁরা তাদের সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করছে এবং পরিবেশ ও জীবনকে নষ্ট করছে।

আমাদের এই বার্তা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এবং যারা সত্য ও ন্যায় অন্বেষন করে তাদের প্রতি। আল্লাহ্‌ই একমাত্র আমাদের লক্ষ্যকে পরিপূর্ন করবেন এবং তিনিই একমাত্র হিদায়াতের মালিক।

আমাদের শেষ দোয়া এইটাই যে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল বস্তুর রব । শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি।

আল- কায়েদার শূরা কমিটি

রজব ১৪৩২/জুন ২০১১

অনুবাদঃ

আল- ক্বাদিসিয়াহ মিডিয়া

মারকাজ সাদা আল- জিহাদ

গ্লোবাল ইসলামিক মিডিয়া ফ্রন্ট

পর্যবেক্ষন করছে মুজাহিদীন খবর এবং বিশ্বাসীদের অনুপ্রানিত করছে